দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 30 AUG 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ছাত্রের মৃত্যুতে উত্তাল ঢাবি

নিহত ছাত্র তৌহিদুজ্জামান

কফিন রেখে সড়ক অবরোধ, শাহবাগে আন্ডারপাস নির্মাণের দাবি

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

আগের দিন সড়ক দুর্ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তৌহিদুজ্জামানের মৃত্যুতে গতকাল বুধবার শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে দিনভর উত্তাল ছিল ক্যাম্পাস। নিহত তৌহিদের সহপাঠী ও বন্ধুদের বিলাপে ভারি হয়ে ওঠে ক্যাম্পাসের পরিবেশ। দিনভর কফিন মিছিল, শোক মিছিল, মানববন্ধন, সড়ক অবরোধ, স্মারকলিপি পেশসহ নানা কর্মসূচি পালন করেছেন বিক্ষুব্ধ ও শোকাহত শিক্ষার্থীরা। এ সকল কর্মসূচিতে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী চালকের শাস্তির পাশাপাশি নিহতের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান, শাহবাগের মূল মোড়ে ফুট ওভার ব্রিজ ও আন্ডারপাস নির্মাণ, ক্যাম্পাসের প্রবেশ পথে ফটক নির্মাণ করে বহিরাগত যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার দাবি জানানো হয়।

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের কারণে মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে গতকাল দুপুর পর্যন্ত শাহবাগ, নীলক্ষেত ও কাঁটাবন মোড় দিয়ে যান চলাচল কার্যত বন্ধ ছিল। গুরুত্বপূর্ণ এ সড়কগুলোতে যান চলাচল বন্ধ থাকায় নগরজুড়ে তৈরি হয় তীব্র যানজট। অস্থিতিশীল পরিস্থিতির শংকায় ক্যাম্পাস ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

গ্রামের বাড়িতে সমাহিত তৌহিদ: এদিকে গতকাল দুপুরে যোহর নামাজের পর জানাযা শেষে কিশোরগঞ্জে গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক গোরস্থানে তৌহিদুজ্জামানকে দাফন করা হয়। তবে তৌহিদের মরদেহ ক্যাম্পাসে না আনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তার শিক্ষক, সহপাঠী ও বন্ধুরা। এতে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা শাহবাগে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে পৃথক 'গায়েবি জানাযা' আদায় করেন। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা তৌহিদের ঘাতক চালকের ফাঁসির দাবিতে মৌন মিছিল বের করে। ইত্তেফাক

ছাত্র মৃত্যুতে উত্তাল ঢাবি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গত মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে রাজধানীতে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে ক্যাম্পাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তৌহিদুজ্জামান। শাহবাগে বাস থেকে নেমে রাস্তা পার হওয়ার সময় পেছন থেকে আসা রাজধানী পরিবহনের একটি বাস তাকে চাপা দেয়। পরে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে গ্রীন লাইফ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ: তৌহিদের মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তিসহ এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধের দাবিতে গতকাল সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ ও শাহবাগ মোড়ে সড়ক অবরোধ করেন। এ সময় তারা কফিন মিছিল, মানববন্ধন, সমাবেশ ও গায়েবি জানাযা আদায় করেন। লাশের প্রতীকী কফিন নিয়ে মিছিল বের করে প্রগতিশীল ছাত্রজোট। মিছিলটি শাহবাগ মোড়ে গেলে বাধা দেয় পুলিশ। কিন্তু বাধা অতিক্রম করে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেন সংগঠনটির নেতাকর্মী ও শিক্ষার্থীরা। সেখানেই তারা অবস্থান করে দুপুর সোয়া ১টা পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এ সময় নেতারা বলেন, অবিলম্বে শাহবাগে ওভার ব্রিজ কিংবা আন্ডারপাস নির্মাণ করতে হবে। জামানের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সেখানে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তারা গায়েবি জানাযার নামাজ আদায় করেন।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন: দুপুর ১২টার দিকে তৌহিদুজ্জামানের বিভাগ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে একটি মানববন্ধন করা হয়। মানববন্ধনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ঘটনার জন্য দায়ী বাস চালক ও বাস মালিকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। একইসাথে জামানের পরিবারের জন্য অন্তত ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার দাবি করেন।

মানববন্ধনে বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান, অধ্যাপক রমজুল হক, অধ্যাপক সি আর আবরার, সিন্ডিকেট সদস্য ড. মঈনুল ইসলামসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন। মানববন্ধনে শিক্ষার্থীরা 'আর কত রক্ত ঝরলে, জামানের মৃত্যু হলে সড়ক দুর্ঘটনা বন্ধ হবে', 'নিরাপদ মৃত্যুর নিশ্চয়তা চাই'সহ নানা ধরনের বক্তব্য সংবলিত প্লাকার্ড বহন করেন। মানববন্ধন শেষে বিভাগের উদ্যোগে একটি মৌনমিছিল ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

ডিসির নেতৃত্বে শোক মিছিল: একই ঘটনায় শোক প্রকাশ করে ক্যাম্পাসে শোক মিছিল করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার। শোক মিছিলে অংশগ্রহণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক, প্রক্টর (ভারপ্রাপ্ত) ড. আমজাদ আলী প্রমুখ। মিছিলটি মধুর ক্যান্টিনের সামনে থেকে বেরিয়ে শাহবাগ মোড় ঘুরে কলা ভবনের মূল ফটকে এসে শেষ হয়। মিছিলে ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেয়।

এছাড়া এই ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনের নেতারা স্মারকলিপি পেশ করেছেন। তাদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—শাহবাগ মোড়ে ফুট ওভার ব্রিজ ও আন্ডারপাস নির্মাণ, দায়ী বাসচালক এবং সেখানে দায়িত্বরত ট্রাফিক পুলিশের শাস্তি, নিহতের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়া, মঙ্গলবার রাতে আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার খরচ বহন, বহিরাগত গাড়ি ক্যাম্পাসে চলাচল বন্ধ, প্রবেশপথগুলোতে ফটক নির্মাণ ও নিরাপত্তা জোরদার করা।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক বলেন, কোনো মৃত্যুরই ক্ষতিপূরণ হয় না। এরপরও নিহতের পরিবারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া হবে। তিনি বলেন, শাহবাগ মোড়টি ঝুঁকিপূর্ণ। সেখানে যত দ্রুত সম্ভব ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

মামলা, চালক রিমান্ডে: এদিকে জামানের মৃত্যুর ঘটনায় মঙ্গলবার রাতেই শাহবাগ থানায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাসের চালক আনোয়ার এবং হেলপার রনির বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা কামরুল আহসান বাদী হয়ে মামলাটি করেন। দুর্ঘটনায় জড়িত বাসটি শাহবাগ থানার হেফাজতে রয়েছে। গ্রেফতারকৃত চালক আনোয়ারকে ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করা হলে আদালত তার ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। পলাতক হেলপারকে গ্রেফতার এবং মালিকপক্ষের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিরাজুল ইসলাম।

রাজধানী জুড়ে যানজট: দুর্ঘটনার পরপর মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকেই শাহবাড় মোড় দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেয় পুলিশ। এরপরও বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা হোটেল রূপসী বাংলার মোড়, কাঁটাবন, সায়েন্সল্যাব এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে গাড়ি ভাঙচুর করে। এ কারণে পুলিশ গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত হোটেল রূপসী বাংলার মোড়, মৎস্য ভবন মোড়, কাঁটাবন, পুরাতন হাইকোর্ট ও নীলক্ষেত এলাকায় গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয়। এরপর কিছুসময় গাড়ি চললেও শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ ও অবস্থানের কারণে আবারো যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তৈরি হয় নগরজুড়ে যানজট। দুপুর সোয়া ১টার দিকে শিক্ষার্থীরা সড়ক থেকে সরে গেলে ফের যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এ প্রসঙ্গে শাহবাগ থানার ওসি জানান, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়। তবে দুপুর ১টার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।